যায়যায়দিন

তারিখ ... OCT. 04 2006 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

জিপিএ'র খড়গে শেকৃবিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারছেন না হাজারো মেধাবী

◆ ভর্তি কমিটির অজ্ঞতাকে দায়ী করছেন শিক্ষকরা

শেকৃবি প্রতিনিধি

জিপিএ-এর খড়গে পড়ে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন না হাজার হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কোনো সেট না থাকা, অপেক্ষমাণ তালিকায় দুর্নীতি ও কোটা প্রথা না মানায় অস্বচ্ছ হয়ে পড়েছে পুরো ভর্তি প্রক্রিয়া।

শেকৃবিতে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এসএসসি ও এইচএসসির যে কোনো একটিতে জিপিএ-৪সহ মোট জিপিএ-৭। এ পদ্ধতিতে এসএসসি ও এইচএসসিতে ৩.৯ করে মোট জিপিএ-৭.৮ হলেও শেকৃবিতে ভর্তি পরীক্ষা দেয়া যাচ্ছে না। যদিও একই জিপিএ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকাল কলেজসহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ থাকছে। শেকৃবির ভর্তি পরীক্ষা কমিটির এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী জিপিএ-এর খড়গে পড়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন না বলে সিনিয়র শিক্ষকরা মন্তব্য করেছেন।

ক্রমান্বয়ে ভর্তি ফরম বিক্রি করে সেই অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষার আসন বিন্যাস করা এবং প্রশ্নপত্রে কোনো সেট না রাখায়ও শেকৃবির ভর্তি প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা সৃষ্টি করছে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশ্নপত্র সেট করা, ভর্তি ফরম বিক্রি এবং ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ পর্যন্ত সিরিয়ালিটি রক্ষা না করায় জোর দেয়া হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এ তিন প্রক্রিয়ার কোনোটিই অনুসরণ করা হয় না। গত কয়েক বছর এখানে কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে সামনে ও পেছনে সহযোগী নিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে দেখা গেছে। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সেট না থাকায় সহযোগী নিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বেড়ে চলেছে।

উপজাতীয়, মুক্তিযোদ্ধা, খেলোয়াড় ও সাংস্কৃতিক কোটায় আলাদাভাবে মেধাতালিকা প্রণয়নের নিয়ম থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। খেলোয়াড় ও সাংস্কৃতিক কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি না করায় প্রশ্ন উঠেছে শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ, পরিচালক, ইন্সট্রাক্টর ও কর্মকর্তা রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে। অপেক্ষমাণ তালিকায় দুর্নীতির মাধ্যমে মেধাবীদের ডিঙিয়ে অমেধাবীদের ভর্তির প্রক্রিয়া সবার দৃষ্টিগোচর হয় ২০০৪ সালে। সে বছরের ৩১ মার্চ অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে অবৈধভাবে ১৭ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।

এ ব্যাপারে শেকৃবির সচেতন শিক্ষক সমাজের সভাপতি ড. মোঃ নূরুল ইসলাম জানান, অবৈধভাবে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নাম, রোলসহ একটি তালিকা ১৯ জুন ২০০৪ তারিখে ভিসির কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি তদন্তের আশ্বাস দিলেও এ ব্যাপারে এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। শেকৃবির ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রফেসর আবু আকবর মিয়া যায়যায়দিনকে বলেন, ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার ভিসির এখতিয়ার, অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির প্রক্রিয়া ২০০৪ সালের পর সংস্কার করা হয়েছে।